ইসলামী 'আক্বীদাহ্

(ইসলামী মৌল-বিশ্বাস)

মূল ঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহ্রাব

হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান

লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

ইসলামী 'আক্বীদাহ্

(ইসলামী মৌল-বিশ্বাস)

মূল ঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ
অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ-ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

ইসলামী 'আক্বীদাহ্ (ইসলামী মৌল-বিশ্বাস)
শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (পুরাতন)
৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (নতুন)
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

প্রথম প্রকাশ

শাবান ঃ ১৪৩০ হিজরী
শ্রাবণ ঃ ১৪১৬ বাংলা
আগস্ট ঃ ২০০৯ ইংরেজী

হরফ বিন্যাস ও মুদ্রণে

সাজিদুর রহমান
হাবিব প্রেস লিমিটেড, ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭৩৯৩৯০১, ০১১৯১-২৮২৭৩০
E-mail: habibpress51@gmail.com

বাঁধাই

আল-মাদানী বাঁধাই খানা
আল-মাদানী ভবন ১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, (পাকিস্তান মাঠ)
(মুকিম বাজার, ঢাকা-১১০০)

৳

Published by **Hussain Al-Madani Prokashoni, Dhaka**
Bangladesh 2nd Edition: August-2009, Price : Tk. 27/-. U.S.$: 2
ISBN:

مختصر

العقيدة الاسلامية
من الكتاب والسنة

اعداد

محمد بن جميل زينو
المدرس فى دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

ترجمه الى اللغة البنغالية

حسين بن سهراب
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة من كلية الحديث
و عيسي ميا بن خليل الرحمن
ممتاز خريجى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة من كلية الشريعة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى
دكا ، بنغلاديش

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসকেই 'ইসলামী আক্বীদাহ্' বলা হয়। এই আক্বীদাহ্ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পালনীয় বিষয়।

১৯২৫ সালে সিরীয়ার হালাব শহরে শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি পড়াশুনা করেন। তখনকার দিনে সেখানকার 'আকীদাহ্ ছিল বাতিলপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত। সত্যের সন্ধানে তিনি বিভিন্ন ফিরকার সাথে মিশেছেন কিন্তু প্রায় সব ফিরকাই তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। পরিশেষে মাক্কায় পৌঁছলে সেখানে শাইখ 'আব্দুল আযীয বিন বাযের সংস্পর্শে আসেন এবং কুরআন ও সুন্নাতের আদর্শেই জীবনের দিকনির্দেশনা পান। তার আত্মজীবনী 'কিভাবে আমি তাওহীদ ও সঠিক পথে হিদায়াতপ্রাপ্ত হলাম' বইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা আছে।

পরে তিনি মাক্কার দারুল হাদীস খাইরীয়ায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। অবসর সময়ে তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কোন কোন দেশে তার বই পাঠ্যবই হিসাবে গৃহীত ও হয়েছে। তার লেখা বিভিন্ন বইয়ের ছাপা সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান, কল্যাণকামী মুসলিম তার বই বিভিন্ন ভাষায় প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। মুসলিম বিশ্বে আজ তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

সমাজের সচেতন আলিমগণের উচিত সকল অন্ধ অনুসরণকে পরিত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহ্‌ভিত্তিক সহীহ্ আক্বিদাহ্‌র চর্চা করা এবং পাঠকদের পুরাতন ধর্মীয় বই-পুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন আক্বীদাহ্‌র বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই-পুস্তক পড়ানো।

এই বইতে লেখক পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করে আকীদা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কেননা আক্বীদাই মানুষের ইহকাল ও পরকালের শান্তির ভিত্তি।

শাইখ মোহাম্মাদ বিন জামীল যাইনুর লেখা বইগুলো বর্তমান বিশ্ব মুসলিম পাঠকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। এই বইপুস্তক সংক্ষিপ্ত ও দালীল সমৃদ্ধ। প্রত্যেক বিষয়েই কুরআন ও হাদীসের প্রমান রয়েছে। বিভিন্নদেশে তার বই-পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে তার বইয়ের অনেক চাহিদা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করি এ লেখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ উপকৃত হোক। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ শিক্ষার দ্বারা মুসলিম বিশ্বে সঠিক ইসলাম প্রচার ও প্রসার করুন।

পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে শাইখ মোহাম্মাদ বিন আঃ ওয়াহাব (রাহঃ) শাইখ বিন বায (রাহঃ) শাইখ জামীল যাইনূ কর্তৃক আক্বীদাহ্ বিষয়ক বই-পুস্তক অনুবাদ হয়ে সচেতন পাঠকের মাঝে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলা লেখক, সম্পাদক, পাঠক প্রকাশক ও আমালকারী সকলকে সঠিক আক্বীদাহ্র অনুসারী হয়ে আখিরাতে মুক্তি লাভের তাওফীক দিন। –আমীন॥

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)

সূচিপত্র

বিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের ভিত্তিসমূহ (আরকান)

প্রশ্ন ঃ ১. জিবরীল (আঃ) বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ ১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ

ইসলাম হচ্ছে ঃ

(১) তুমি সাক্ষী দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বূদ বা উপাসনা পাওয়ার হকদার নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ তার দীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন।

(২) নামায আদায় করবে ঃ বিনীতভাবে প্রশান্তির সাথে নামাযের আরকান আদায় করবে।

(৩) যাকাত দেবে ঃ কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা সমপরিমাণ অর্থের মালিক হলে এবং তা এক বছর পূর্ণ হলে ২.৫০% (আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ ও অর্থ ছাড়াও অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত।

(৪) রমাযানে রোযা পালন করবে ঃ পানাহার ও যৌনমিলন ইত্যাদি বৈধ কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকবে ফজর শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(৫) সামর্থ্যবান হলে আল্লাহর ঘরের হাজ্জ পালন করবে ঃ হাজ্জের সফরের জন্য শারীরিক সামর্থ্য, পারিবারিক ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় অর্থ, সফরের প্রয়োজনীয় খরচ এবং পথের নিরাপত্তা আবশ্যক।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২)

ঈমানের ভিত্তিসমূহ (আরকান)

প্রশ্ন ঃ ১. জিবরীল (আঃ) বললেন ঃ ঈমান সম্পর্কে আমাকে বলুন।

উত্তর ঃ ১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে ঃ আল্লাহর প্রতি এবং তার ফেরেশতার প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূল গণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(১) ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ঃ তার প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনই মা'বূদ বা উপাস্য নেই। তার অনেক সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী আছে যা শুধু তাঁর বিশেষ সত্ত্বার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

" তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা ।"

(সূরা আশ্-শূরা ঃ ১১)

(২) তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঃ তারা নূরের দ্বারা সৃষ্টি। তারা আল্লাহর আদেশ পালন করেন। আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। তারা আমাদেরকে দেখেন।

(৩) তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঃ এর মধ্যে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল এবং অন্য কিতাবসমূহ। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন; আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের হুকুম এখন রহিত।

(৪) তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঃ প্রথম হলেন নূহ ('আলাইহিস সালাম) এবং সর্বশেষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

(৫) আখিরাতের দিনের প্রতি ঃ কিয়ামাতের দিনে মানুষের হিসাব-নিকাশ।

(৬) তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি ঃ আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২)

বান্দার উপর আল্লাহর হক

প্রশ্ন ঃ ১. কেন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ ১. আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার 'ইবাদাত করার জন্য এবং তার সাথে কোন প্রকার শারীক বা অংশীদার স্থাপন না করতে আদেশ করেছেন; এর প্রমাণ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"জিন ও ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই 'ইবাদাত করার জন্য।" (সূরা আয্-যারিয়াত ঃ ৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ....

বান্দার উপর আল্লাহর হক যে, তারা (শুধুমাত্র) আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকেই শারীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২৪)

প্রশ্ন ঃ ২. 'ইবাদাত কি?

উত্তর ঃ ২. 'ইবাদাত হচ্ছে সেসব কাজ ও কথার সামগ্রিক রূপ যা আল্লাহ পছন্দ করেন বা যাতে তিনি খুশী হন যেমন দু'আ, নামায, বিনয় প্রকাশ ও কুরবানী ইত্যাদি । আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে বলতে নির্দেশ করেছেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"হে নাবী! বলো, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য আমার নামায, আমার নুসূক (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু- (নিবেদিত) ।"

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ...

বান্দার উপরে আমি যা ফারয (ফরয) করেছি তা পালনই আমার কাছে অত্যধিক পছন্দনীয় যার দ্বারা আমার বান্দা আমার সান্নিধ্য লাভ করে । (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ৩. কিভাবে আমরা আল্লাহর 'ইবাদাত করব?

উত্তর ঃ ৩. যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেছেন, এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্মগুলো বিনষ্ট করো না ।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে এমন 'আমাল/কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের আদেশ নেই তা পরিত্যাজ্য । (মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৪৩৪৪)

প্রশ্ন ঃ ৪. আমরা কি ভয় ও ভরসায় আল্লাহর 'ইবাদাত করব?

উত্তর ঃ ৪. হ্যাঁ; আমরা এভাবেই আল্লাহর 'ইবাদাত করব ।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দেন ঃ

...... وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا......

"......... ভয় ও আশায় তোমরা তাঁকে ডাকো .... ।"

(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

.... أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ

আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করি আর জাহান্নাম থেকে তারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আন্-নাসায়ী, আবূ দাউদ ও অন্য হাদীসগ্রন্থেও সংকলিত ঃ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৫. 'ইবাদাতের মধ্যে ইহসানের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ ৫. 'ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পর্যবেক্ষণাধীনে রয়েছি মনে করাই ইহসান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِى يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ، وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ.

"তিনি তোমাকে দেখেন তুমি যখন (নামাযের জন্য) উঠে দাঁড়াও এবং সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠা-বসাও (তিনি দেখেন)।"

(সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২১৮–২১৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَلإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

ইহসান হচ্ছে ঃ এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ;

যদিও তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২)

প্রশ্ন ঃ ৬. 'ইবাদাত কত প্রকার?

উত্তর ঃ ৬. 'ইবাদাতের অনেক প্রকার, এর মধ্যে দু'আ, ভয়, আশা, নির্ভরতা, বাসনা, যবাই, নযর/মানৎ, সিয়াম (রোযা), রুকূ', সিজদা, তাওয়াফ, শপথ, হুকুম পালন ইত্যাদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে করাই 'ইবাদাত।

তাওহীদের প্রকার ও তার উপকারিতা

প্রশ্ন ঃ ১. কেন আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন?

উত্তর ঃ ১. আল্লাহর 'ইবাদাত করার জন্য আহ্বান জানানোর এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শির্ক করা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দানের জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ....

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি (এ আহ্বান জানানোর জন্য যে,) তোমরা আল্লাহরই 'ইবাদাত করবে এবং তাগূত থেকে দূরে থাকবে।" (সূরা আন্-নাহল ঃ ৩৬)

তাগূতঃ সেসব কাল্পনিক দেবদেবী যাদের পূজা করা হয় ও যাদের কাছে প্রার্থনা জানানো হয় ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ.

নাবীগণ একে অপরের ভাই; তাদের পিতা এক, তাদের মা ভিন্ন আর তাদের ধর্ম অভিন্ন। (মুসলিম ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ)

অর্থাৎ ঈমানের মূল অভিন্ন, কিন্তু নাবীদের শারী'আতসমূহ ভিন্ন। সকলেই তাওহীদের ব্যাপারে একমত। তাদের পার্থক্য হয়েছে শারী'আতের শাখা প্রশাখায়।

প্রশ্ন ঃ ২. আত্-তাওহীদ আর-রুবুবীয়্যাহ্ (প্রতিপালনত্বে একত্ববাদ) অর্থ কি?

উত্তর ঃ ২. আত্-তাওহীদ আর রুবুবীয়্যাহ্ সকল কাজে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা যেমন সৃষ্টি, প্রতিপালন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"একমাত্র নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" (সূরা ফাতিহা ঃ ১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَ الأَرْضِ...

হে আল্লাহ! একমাত্র তোমারই প্রশংসা, তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। (বুখারী, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ১৬৮৫)

প্রশ্ন ঃ ৩. তাওহীদ উলুহীয়্যাহ্ (উপাস্যত্বায় একত্ববাদ) অর্থ কি?

উত্তর ঃ ৩. 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া যেমন দু'আ, যবাই, নযর/মানৎ, নামায, আশা, সাহায্য প্রার্থনা ও নির্ভরতা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

"তোমাদের 'ইলাহ (উপাস্য) একজনই ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনই (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি অসীম করুণাময়, পরম দয়াশীল।"

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

সর্বপ্রথমে যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহবান জানাবে তা হচ্ছে ঃ এ সাক্ষী দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (সত্য উপাস্য) নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য রিওয়াতে আছে ঃ আল্লাহর একত্ববাদের দিকে তাদেরকে আহবান জানাবে। (বুখারী, আধুনিক হাঃ ৬৮৫৬)

প্রশ্ন ঃ ৪. লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ ৪. 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ হচ্ছে ঃ কোন হক্ব মা'বূদ বা সত্য উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ অন্য কেউই 'ইবাদাতের হক্বদার নয় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা পরম সত্য এবং তিনিই মৃতদের জীবিত করেন আর তিনিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতা ।" (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ.

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করতে অস্বীকার করে তার সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৩৮)

প্রশ্ন ঃ ৫. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)-এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ ৫. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কিতাবে যে নামসমূহ ও গুণাবলীতে নিজেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল যেভাবে সহীহ হাদীসে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই সেগুলো গ্রহণ করা, কোনরূপ অপব্যাখ্যা, বিকৃতি, সাদৃশ্য ও স্বরূপ বর্ণনা না করা যেমন ইসতিওয়া অর্থাৎ ঊর্ধ্বে আরোহন বা সমাসীন, নযূল অর্থাৎ নিচে অবতরণ, আল্লাহর হাত ইত্যাদি। এগুলো একমাত্র আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার সাথেই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনিই সব শুনেন, সব দেখেন।"

(সূরা আশ্-শূরা ঃ ১১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ...

পৃথিবীর আকাশে প্রত্যেক রাতে আমাদের প্রভু অবতরণ করেন।

(সহীহ তিরমিযী হাঃ ৩৪৯৮)

দ্রষ্টব্যঃ তারই গৌরবময় সত্ত্বার সাথে তাঁর এ অবতরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন সৃষ্ট বস্তুর সাথে তাঁর সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন ঃ ৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর ঃ ৬. আল্লাহ তাঁর 'আর্‌শের উপর অধিষ্ঠিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"অসীম করুণাময় (আল্লাহ) আর্‌শের উপর সমাসীন হয়েছেন।"

(সূরা ত্বাহা ঃ ৫)

অর্থাৎ তিনি উর্ধ্বে, তার সুউচ্চ 'আর্‌শে/মহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ .. فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ.

আল্লাহ (সবকিছু) সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ..... আর তার 'আর্‌শের উপর সংরক্ষিত রয়েছে তা লিপিবদ্ধ আকারে। (বুখারী, আধুনিক হাঃ ৭০৩৩)

প্রশ্ন ঃ ৭. আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের সাথেই আছেন?

উত্তর ঃ ৭. আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন তাঁর শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জ্ঞানের মাধ্যমে। আমাদের সব কিছু তিনি পরিজ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূন ('আলাইহিস সালাম)-কে বলেন ঃ

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى.

"ভয় করো না তোমরা, তোমাদের সাথেই আমি আছি তোমাদের দেখছি ও তোমাদের কথা শুনছি।" (সূরা ত্বাহা ঃ ৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

তোমরা যাকে আহবান করছ, তিনি শ্রবণশীল, নিকটতম এবং তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৬৬৭০)

প্রশ্ন ঃ ৮. তাওহীদের কি লাভ?

উত্তর ঃ ৮. তাওহীদের লাভ হচ্ছে ঃ আখিরাতের নিরাপত্তা, চিরস্থায়ী 'আযাব থেকে মুক্তি, দুনিয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্তি ও পাপমোচন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুল্‌মকে সংমিশ্রণ করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।"

(সূরা আল-আন'আম ঃ ৮২)

যুল্‌মের অর্থ শির্‌ক অর্থাৎ যারা নিজেদের ঈমানকে শিরকের মহাপাপে কলুষিত করেনি তারা সফলকাম হবেই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

আল্লাহর নিকট বান্দার হক এই যে, তাকে (সে বান্দাকে) শাস্তি না দেয়া যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্‌ক করে না।

(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২৪)

'আমাল কবূলের শর্তাবলী

প্রশ্ন ঃ ১. 'আমাল কবূলের শর্তাবলী কি?

উত্তর ঃ ১. আল্লাহর কাছে 'আমাল কবূল হওয়ার শর্ত তিনটি ঃ

(ক) আল্লাহ ও তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন (ঈমান)।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً.

"আর তাদের কাজগুলোর দিকে আমি অগ্রসর হব এবং সেগুলোকে উৎক্ষিপ্ত ধূলাবালির মতো করে দিব।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

বল, আল্লাহর প্রতি আমি ঈমান এনেছি, তারপর এর উপর তুমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (মুসনাদ আহ্‌মাদ)

কুফ্‌রী করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে 'ইবাদাতের মধ্যে শারীক করা যেমন নাবীদের কাছে বা মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদির দ্বারা ঈমানের ঘাটতি হয়। এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.

"এবং যদি তারা শির্ক করে তাহলে তারা যে (সৎ) কর্ম করেছিল সবই নিস্ফল হয়ে যাবে।" (সূরা আল-আন্‌'আম ঃ ৮৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"আর তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি এ ওয়াহী প্রেরিত হয়েছিল যে, যদি তুমি শির্ক করো তাহলে তোমার সব 'আমাল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা আয-যুমার ঃ ৬৫)

(খ) ইখলাস/ঐকান্তিকতা ঃ 'আমাল হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; কাউকে দেখানো বা শুনানোর জন্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

"সুতরাং তোমরা আল্লাহকেই ডাকো আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।" (সূরা গাফির ঃ ১৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ.

যে আন্তরিকতার সাথে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আল-বাযযার ও অনেকে, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ৮৮৯৬ হাদীস সহীহ)

(গ) 'ইত্তিবা ঃ যে বাণী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসেছেন সে অনুযায়ী 'আমাল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"

(সূরা আল-হাশ্‌র ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন 'আমাল (ধর্মীয় কাজ) করে সে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৪৩৪৪)

আশ্-শির্ক আল-আকবার (বড় শির্ক)

প্রশ্ন ঃ ১. বড় শির্ক কি?

উত্তর ঃ ১. বড় শির্ক হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশে কোন 'ইবাদাত করা যেমন দু'আ, যবাই, নযর এবং অন্য 'ইবাদাতগুলো। এর প্রমাণ আল্লাহর শ্বাশত বাণী ঃ

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ.

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না; যদি তুমি তা করো তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৬)

অত্র আয়াতে যালিম অর্থ মুশরিক

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

মহাপাপ ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। (বুখারী, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ১৬৭)

প্রশ্ন ঃ ২. আল্লাহর নিকট সব থেকে গুরুতর পাপ কি?

উত্তর ঃ ২. আল্লাহর নিকট সব থেকে গুরুতর পাপ হলো শির্ক আকবার (বড় শির্ক); এর প্রমাণ লুকমানের জবানীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

লুক্বমান ('আলাইহিমুস সালাম) তার পুত্রকে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন ঃ হে আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক (অংশীদার স্থাপন) করো না; নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে গুরুতর অবিচার।

(সূরা লুকমান ঃ ১৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আল্লাহর কাছে কোন্ পাপ সর্বাধিক মারাত্মক?

তিনি বললেন ঃ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

আল্লাহর মুকাবিলায় কোন কিছুকে তার সমকক্ষ স্থাপন করলে অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী, মুসলিম ইসলামিক সেন্টার হাঃ ১৬৫)

অত্র হাদীসে নিদ্দুন শব্দের অর্থ অংশীদার, সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রশ্ন ঃ ৩. এ উম্মার (উম্মাতে মুহাম্মাদী) মধ্যে কি শির্ক প্রচলিত আছে?

উত্তর ঃ ১. হ্যাঁ, শির্‌ক প্রচলিত আছে।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ.

"অধিকাংশ লোকই আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে তবুও তারা মুশরিক (শির্‌ককারী)।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الأَوْثَانَ ....

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না মুশরিকদের সাথে যতক্ষণ না আমার উম্মাতের কিছু গোত্র মিলিত হবে এবং তাদের দেবদেবীর পূজা করবে। (তিরমিযী, হাঃ ২২১৯ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৪. মৃতদের কাছে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে দু'আ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ৪. এদের কাছে দু'আ করা বা চাওয়া বড় শির্‌ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ....

"তোমরা তাদেরকে যদি আহবান করো তারা তোমাদের আহবান শুনে না, আর শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দিতে পারবেনা আর ক্বিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শির্‌ককে অস্বীকার করবে।" (সূরা ফাতির ঃ ১৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে যে ডাকে সে মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ৫. দু'আ কি 'ইবাদাত?

উত্তর ঃ ৫. হ্যাঁ, দু'আ 'ইবাদাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার 'ইবাদাত করতে অহংকার করে তারা জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা গাফির ঃ ৬০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

দু'আই হচ্ছে 'ইবাদাত। (তিরমিযী, হাঃ ৩২৪৭-সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৬. মৃতগণ কি আমাদের দু'আ বা আহ্বান শুনতে পায়?

উত্তর ঃ ৬. না, তারা শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ.

"কবরে যে শুয়ে আছে তুমি তাকে শুনাতে পারবে না।" (সূরা ফাতির ঃ ২২)

ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের কালীবে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তোমরা সত্যিই কি তা পেয়েছ? অতঃপর বললেন ঃ আমি যা বলছি তারা তা এখন শুনতে পাচ্ছে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তারা এখন কিছুই করতে সমর্থ নয় বরং আমি যা তাদেরকে বলতাম তা সঠিক হয়েছে। তারপর 'আয়িশাহ্ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পড়লেন ঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ.

"নিশ্চয়ই মৃতদের তুমি শুনাতে পারবে না।" (সূরা আন্-নাম্ল ঃ ৮০)

কাতাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ ঐ সব কাফিরদেরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং লজ্জিত, লাঞ্ছিত এবং অনুতপ্ত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে (সাময়িক কালের জন্য) জীবিত করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী শুনিয়েছিলেন। (বুখারী, আধুনিক হাঃ ৩৬৮৪)

এ হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

(১) বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের ঐ কথাগুলো শুনতে পাওয়া ঐ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট-এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ঃ তারা এখন শুনতে পাচ্ছে– এর মর্মার্থ হলো–এর পরে তারা আর কখনও শুনতে পাবে না যেমন কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস।

(২ ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসকে) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর অস্বীকার কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেননি তারা শুনতে পাচ্ছে

বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ এখন তারা কিছুই করতে পারবে না । তার দলীল হলো ঃ

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى.

মৃতদেরকে তুমি শুনাতে পারবে না । (সূরা আন্-নামল ঃ ৮০)

(৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় সামঞ্জস্য করা যেতে পারে; প্রকৃতপক্ষে মৃতব্যক্তি কিছুই শুনতে পায় না যার প্রমাণ কুরআনের আয়াত কিন্তু বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সাময়িকভাবে আল্লাহ্ জীবিত করেন– যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা যেমন কাতাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন । (আল্লাহই সম্যক অবগত)

আশ্-শির্ক আল-আকবার (বড় শির্ক)-এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ ১. মৃত অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি কি?

উত্তর ঃ ১. না, তাদের মাধ্যম দিয়ে (ওয়াসীলাহ্ দিয়ে) সাহায্য চাইতে পারি না বরং সরাসরি আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করবো ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

(১) "আল্লাহ ব্যতীত যারা অন্য কাউকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, (বরং) তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে । তারা মৃত, নির্জীব–তাদেরকে কবে পুনরুত্থান করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই ।" (সূরা আন-নাহল ঃ ২০-২১)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ.

(২) "যখন তোমার প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন ।" (সূরা আনফাল ঃ ৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

يَا حَيُّ يَاقَيُّومُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

(৩) হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! তোমারই করুণার মাধ্যমে (ওয়াসীলায়) সাহায্য প্রার্থনা করছি । (তিরমিযী, হাঃ ৩৫২৪ হাসান)

প্রশ্ন ঃ ২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কি জায়িয?
উত্তর ঃ ২. জায়িয নয়; এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

"আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি এবং (শুধু) তোমরাই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা আল-ফাতিহা ঃ ৫)

('ইবাদাত দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহর জন্যই খাস।)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ.

যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী, হাঃ ২৫১৬ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৩. জীবিত ব্যক্তিদের কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি কি?
উত্তর ঃ ৩. হ্যাঁ, যে সব ব্যাপারে তাদের সামর্থ্য আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ .....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

"তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে সৎকর্ম ও ধর্মপরায়ণতায় (তাকওয়ায়)।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৪. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নযর, মানৎ করা জায়িয কি?
উত্তর ঃ ৪. না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নযর, মানৎ করা জায়িয নয়; এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ...

"যখন 'ইমরানের স্ত্রী (মারইয়ামের মা) বলেছিলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তভাবে তোমারই জন্য উৎসর্গ করলাম।" (সূরা আলি 'ইমরান ঃ ৩৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه.

যে আল্লাহর অনুসরণ (ইতা'আত) করতে মানৎ করেছে সে যেন সেভাবেই তা অনুসরণ করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানী করতে মানৎ করেছে সে যেন তা না করে। (বুখারী, মিশকাত হাঃ ৩৪২৭)

প্রশ্ন ঃ ৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে (পশু) যবেহ্ বা কুরবানী করা জায়িয কি?

উত্তর ঃ ৫. না, জায়িয নয়, এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী যিনি আমাদের নাবী মুহাম্মাদকে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

"বল, নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশে আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ। তার কোন শরীক নেই এবং আমাকে এটাই আদেশ করা হয়েছে আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬২–৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : ٢)

"সুতরাং নামায আদায় কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে কুরবানী কর।" (সূরা আল-কাওসার, ঃ ২)

দ্রষ্টব্যঃ নাহার/ইনহার অর্থ কুরবানী করা, যা আল্লাহর নামে জায়িয গাইরুল্লাহর নামে নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

আল্লাহর অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হোক যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (ব্যক্তি বা বস্তুর) নামে যবেহ্ করে। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪০৭০)

প্রশ্ন ঃ ৬. কা'বা ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা জায়িয কি?

উত্তর ঃ ৬. না, কা'বা ব্যতীত অন্য কোথাও তাওয়াফ করা জায়িয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ....

"আর তারা যেন ঐ প্রাচীন ঘরেরই তাওয়াফ করে।" (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করল এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করল সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে দিল।

(ইবনু মাজাহ হাঃ ২৯৫৬ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৭. যাদু সম্পর্কে শারী'আতের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ৭. যাদু হচ্ছে কুফ্‌রী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

..... وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.....

"প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরা কুফ্‌রী করে মানুষদেরকে যাদু শিক্ষা দেয়।"

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ.....

সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থেকো, আল্লাহর সাথে শির্‌ক এবং যাদু .... (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৫২)

প্রশ্ন ঃ ৮. 'ইল্‌ম গায়িব বা অদৃশ্যের বিষয়ে গণক ও হস্তরেখাবিদদের কথা আমরা কি বিশ্বাস করব?

উত্তর ঃ ৮. তাদেরকে আমরা মোটেই বিশ্বাস করব না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.....

"বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের খবর আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না।" (সূরা আন্‌-নাম্‌ল ঃ ৬৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْكَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

গণক বা হস্তরেখাবিদদের কাছে যে ব্যক্তি আসল এবং তারা যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা সে অস্বীকার করল। (আহমাদ, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ৮২৮৫ সাহীহ)

প্রশ্ন ঃ ৯. কেউ কি গায়িব বা ভবিষ্যতের খবর জানে?

উত্তর ঃ ৯. না কেউই ভবিষ্যতের খবর জানে না একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ.....

"তাঁরই (আল্লাহর) কাছে আছে গায়িব (ভবিষ্যৎ/অদৃশ্যের)-এর চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত কেউই সে খবর জানে না।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لاَيَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ.

আল্লাহ ব্যতীত গায়িবের (অদৃশ্য) খবর কেউই জানে না। (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ ১০. ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনের উপর 'আমাল করলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ১০. ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনের উপর 'আমাল করা কুফ্‌রী যদি কেউ তা জায়িয মনে করে এবং তা সঠিক বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফির (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তাদের শাসকগণ যদি শাসনকার্য পরিচালনা না করে এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ইচ্ছামতো বেছে না নেয় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়ে দেবেন। (ইবনু মাজাহ্ এবং অনেকে)

প্রশ্ন ঃ ১১. কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে?

উত্তর ঃ ১১. শয়তান কাউকে তোমাদের মধ্যে এ প্রশ্নের কুমন্ত্রণা দিলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে (আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা ফুসসিলাত ঃ ৩৬)

শয়তানের উস্কানী বা চক্রান্ত নষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দু'আ আমাদেরকে পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

أَمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِه، اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِه ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَلْيَنْتَه، فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ.

ঈমান আনলাম "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর। আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, কাউকে তিনি জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" তারপর বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ কথা বা চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করবে তাহলে শয়তান তার নিকট থেকে দূর হয়ে যাবে। (এ

হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ ইত্যাদি সব হাদীসের সারমর্ম) এ কথা জানানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলব; দুই-এর আগে আছে এক, একের আগে কিছুই নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ.

হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম (আদি) অতএব তোমার পূর্বে কিছুই নেই। (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ১২. ইসলামের পূর্বে মুশরিকদের 'আক্বীদাহ্ (মৌলবিশ্বাস) কি ছিল?

উত্তর ঃ ১২. তারা আওলীয়াদের কাছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দু'আ করত এবং তাদের শাফা'আত (মধ্যস্থতা) তলব করত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

...الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.....

(১) "যারা অভিভাবকরূপে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করে এবং বলে, আমরা তো এদের 'ইবাদাত করি এজন্য যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।" (সূরা আয্-যুমার ঃ ৩)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ....

(২) "তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করে যা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না; তারা তো বলে থাকে এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

কিছু মুসলিম এভাবেই মুশরিকদেরই কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন ঃ ১৩. আল্লাহর সাথে শির্‌ককে কিভাবে আমরা অস্বীকার করব?

উত্তর ঃ ১৩. নিম্নলিখিত বিষয়ে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহর সাথে শির্‌ককে অস্বীকার করা হবে।

(১) প্রতিপালকের কার্যাবলীতে অংশীদার স্থাপন যেমন ঃ এ ধরনের বিশ্বাস যে এমন কিছু কুতুব বা ওলী আছেন যারা বিশ্বজগৎ পরিচালনা করেন। আল্লাহ খোদ মুশরিকদেরকেই প্রশ্ন করেন ঃ

... وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ....

"....... আর কে কার্য পরিচালনা করে তারা অবশ্যই বলবে? আল্লাহ ....।" (সূরা ইউনুস ঃ ৩১)

(২) 'ইবাদাতে শির্‌ক যেমন ঃ নাবী ('আলাইহিমুস সালাম) ও ওলীদের কাছে দু'আ করা বা চাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে বলতে আদেশ করেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.

"বল, আমি শুধু আমার প্রতিপালককে (রাবকে) ডাকি, তার সাথে অন্য কাউকে শারীক করি না।" (সূরা জিন ঃ ২০)

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

দু'আই হচ্ছে 'ইবাদাত। (তিরমিযী হাঃ ৩২৪৭-সহীহ)

(৩) আল্লাহর গুণাবলীতে শির্ক ঃ এ ধরনের বিশ্বাস করা যে রাসূলগণ ও ওলীগণ গায়িব বা অদৃশ্যের খবর জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের খবর কেউই জানে না।" (সূরা আন্-নাম্ল ঃ ৬৫)

সাদৃশ্যের শির্ক ঃ তারা বলত ঃ আল্লাহকে ডাকার জন্য মানুষের মধ্যস্থতা দরকার যেমন আমীর বা উচ্চ ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে মধ্যস্থতা প্রয়োজন। এ কথা হলো সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্ট বস্তুর তুলনা যা শির্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ১১)

আল্লাহর এ বাণী তাদের উপর প্রযোজ্য ঃ

...لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"তবে তুমি যদি শির্ক করো তাহলে তোমার সব 'আমাল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি সামিল হবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে।" (সূরা যুমার ঃ ৬৫)

কেউ যখন তাওবাহ্ করবে এবং এ ধরনের শির্ককে অস্বীকার করে সে বলবে ঃ

"হে আল্লাহ! তাওহীদবাদীদের মধ্যে আমাদেরকে সামিল করো; সামিল করো না মুশরিকদের মধ্যে।" সে তখন একত্ববাদী বা তাওহীদবাদী হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ১৪. বড় শির্কের ক্ষতি কি?

উত্তর ঃ ১৪. যে বড় শির্ক করে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

... إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি শির্ক করে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে অগ্নিকুণ্ড (জাহান্নাম), যালিমদের (সীমালঙ্ঘনকারী) তো কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৭২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَقِيَ اللهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ...

আল্লাহর সাথে শির্ক করে যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ১৭৮)

প্রশ্ন ঃ ১৫. শির্কের সাথে সৎকর্ম বা নেক 'আমাল করলে কি কোন উপকারে আসবে?

উত্তর ঃ ১৫. না, নেক 'আমাল শিরকের সাথে কোনই কাজে আসবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

... وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.

"আর যদি তারা শির্ক করে তাহলে তারা যে (সৎ) কর্ম করেছিল সবই নিস্ফল হয়ে যাবে।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ৮৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি শরীকদের শারীকানা থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে এমন কাজ করলো যাতে আমার সাথে অন্যকে শারীক করল আমি তাকে ও তার শারীককে বর্জন করি।

(হাদীসে কুদসী-মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৭২৫৮)

আশ্-শির্ক আল-আসগার (ছোট শির্ক)

প্রশ্ন ঃ ১. ছোট শির্ক কি?

উত্তর ঃ ১. ছোট শির্ক হলো রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো 'আমাল বা কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

....فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শারীক না করে।"

(সূরা আল-কাহাফ ঃ ১১০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ.

তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ বিষয়ে ভয় করছি তা হলো আশ-শিরক আল-আসগার (ছোট শির্ক) অর্থাৎ রিয়া (লোক দেখানো 'আমাল)। (আহ্মাদ, মিশকাত হাঃ ৫৩৩৪ সহীহ)

অন্য ছোট শির্ক হলো ঃ মানুষ যখন এরূপ বলে, আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না হতো তাহলে এটা হতো না বা তুমি যা ইচ্ছা কর এবং আল্লাহ্ তাই হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لاَتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.

তোমরা বলো না, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করে এবং অমুকে যা ইচ্ছা করে বরং তোমরা বলো ঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তারপর অমুকে যা ইচ্ছা করে। (আহমাদ, মিশকাত হাঃ ৪৭৭৮ সাহীহ)

প্রশ্ন ঃ ২. আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করা কি জায়িয?

উত্তর ঃ ২. না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে হলফ করা জায়িয নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ...قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ

"বল অবশ্যই, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।" (সূরা আত্-তাগাবুন ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ...

যে শপথ করল আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে সে কুফ্রী অথবা শির্ক করল। (সহীহ ঃ তিরমিযী হাঃ ১৫৩৫ আহ্মাদ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ اَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে শপথ করুক আল্লাহর নামেই অথবা চুপ থাকুক। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৩৪০৭)

আম্বীয়া (নাবীগণ) আওলীয়া (ওলীগণ)-এর নামে শপথ করলে বড় শির্ক হয় এজন্য যে, শপথকারী বিশ্বাস করে ওলী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং এ ধরনের শপথ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। কেননা ছোট শির্কও শির্কের মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত যার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

প্রশ্ন ঃ ৩. রোগ নিরাময়ের জন্য মাদুলী, তাগা ও বালা পরা চলবে কি?

উত্তর ঃ ৩. এগুলো ব্যবহার করা চলবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ...

"এবং যদি কোন অনিষ্ট দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে পাকড়াও করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউই তা মোচনকারী নেই।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৭)

হুযাইফাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলেন যে, একজন তার হাতে তাগা বেঁধে রেখেছে এ আশায় যে এর দ্বারা সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে। তিনি তা কেটে দিলেন এবং আল্লাহর বাণী পাঠ করে তাকে শুনালেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ.

"তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে বটে তবুও তারা মুশরিক (শির্ককারী)।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬) (হাদীস সহীহ ইবনু হাতিম থেকে বর্ণিত)

প্রশ্ন ঃ ৪. কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কি তাগা তাবিজ (গলায় বা হাতে) ঝুলাতে পারি?

উত্তর ঃ ৪. না, খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমরা এসব ব্যবহার করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ....

"এবং যদি কোন অনিষ্ট দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে পাকড়াও করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউই তা মোচনকারী নেই।"

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

তাবিজ/মাদুলি যে ব্যক্তি ঝুলালো সে শির্ক করল।

(আহ্মাদ, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ৮৮৫৭ সহীহ)

ওয়াসীলাহ্ ঃ এবং শাফা'আত তলব

প্রশ্ন ঃ ১. ওয়াসীলার প্রকার কি?

উত্তর ঃ ১. ওয়াসীলাহ্ দুই প্রকার–শারী'আত সম্মত ও নিষিদ্ধ।

(১) শারী'আত সম্মত বা জায়িয ওয়াসীলাহ্ আল্লাহর সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলী সমৃদ্ধ নামসমূহ, কর্ম (নেক 'আমাল), যে সকল জীবিত ব্যক্তি সৎ তাদের দু'আর ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করা জায়িয। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّه الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا...

"আল্লাহর সুন্দরতম নাম আছে, সুতরাং তোমরা তাকে সে সব নামে ডাকো।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮০)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার দিকে পৌঁছার জন্য ওয়াসীলাহ্ (মাধ্যম) অন্বেষণ করো আল্লাহ্র পথে জিহাদকরো আশাকরা যায় তাহলে তোমরা সফলকামি হবে।।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৩৫)

অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় ইত্তিবাহ্ বা সঠিকপথ অবলম্বনের মাধ্যমে এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন তার মাধ্যমে।

(ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত যা ইবনু কাতাদাহ্ থেকে গৃহীত)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ.

তোমারই কাছে তোমার (পবিত্র) নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করছি নিজেকে তুমি যে নামে নামকরণ করেছ । (আহ্মাদ ঃ সহীহ)

এক সাহাবী জান্নাতে রাসূলুল্লাহর সাহচর্য চাইলে তাকে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

তোমার মনের আশা পূর্ণ করার জন্য অধিক সিজদাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৮৯৬)

সিজদা/সাজদা ঃ অর্থাৎ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত আছে সালাত বা নামায এবং সে গুহাবন্দীদের কাহিনী যারা তাদের সৎকর্মের মাধ্যমে (ওয়াসীলাহ্) তলব করেছিলেন ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ ও তার রাসূল এবং নাবীগণের মুহব্বতের ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করা জয়িয কারণ তাদের প্রতি আমাদের মহব্বত ও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

(২) নিষিদ্ধ ওয়াসীলাহ্ ঃ মৃতদের ওয়াসীলাহ্ এবং তাদের কাছে প্রয়োজন তলব করা বড় শির্ক যা বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ.

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না যা তোমার উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৬)

দ্রষ্টব্যঃ যালিম অর্থাৎ মুশরিক (শির্ককারী)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদার ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করে যদি বলা হয় ঃ হে রাব! মুহাম্মাদের মর্যাদার ওয়াসীলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এভাবে দু'আ করার কোন দলীল নেই, কেননা এ ধরনের কর্ম সাহাবীগণ করেননি বরং 'উমার (রাঃ) 'আব্বাস (রাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় তার দু'আর ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তার কাছে ওয়াসীলাহ্ তলব করেননি। এ ধরনের ওয়াসীলাহ্/তাওয়াস্সুল শির্কের দিকে ঠেলে দেয়। যদি কেউ এ বিশ্বাস করে যে, বিচারক বা 'আমীরের মতো আল্লাহ মানুষের মাধ্যম বা ওয়াসীলার মুখাপেক্ষী তাহলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের তুলনা করা হল যা শির্ক এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফহ্ (রহঃ) বলেন ঃ গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত) ওয়াসীলাহ্ নিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আমি ঘৃণা করি। (দুর্রে মুখতার)

প্রশ্ন ঃ ২. দু'আ করতে কি সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যম প্রয়োজন?

উত্তর ঃ ২. না, আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তা) কাছে দু'আ করার জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...

"আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (তাদেরকে) বলো ঃ আমি নিকটবর্তী ......" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

তোমরা (এমন এক সত্ত্বাকে) ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৬৬৭০)

অর্থাৎ তিনি তাঁর 'ইল্ম দ্বারা তোমাদেরকে শোনেন এবং দেখেন।

প্রশ্ন ঃ ৩. জীবিতদের কাছে দু'আ চাওয়া কি জায়িয?

উত্তর ঃ ৩. হ্যাঁ, জীবিতদের কাছে দু'আ চাওয়া জায়িয কিন্তু মৃতদের কাছে তা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে জীবদ্দশায় খেতাব করে বলেন ঃ

...وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...

"তোমার এবং মু'মিন ও মু'মিনাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

তিরমিযীর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে মাফ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন।

প্রশ্ন ঃ ৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যম (ওয়াসীলাহ্) অর্থ কি?

উত্তর ঃ ৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যম (ওয়াসীলাহ্) হলো তাবলীগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ...

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার করো।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৬৭)

বিদায়ী হাজ্জে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ. جوابا لقول الصحابة. نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ.

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। এ কথার উত্তরে যে, সাহাবীগণ বলেছিলেন ঃ আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি (দীন) প্রচার করেছেন।

(মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ২৮১৫)

প্রশ্ন ঃ ৫. কার কাছে আমরা রাসূলের শাফা'আত প্রার্থনা করব?

উত্তর ঃ ৫. আল্লাহর কাছেই রাসূলুল্লাহর শাফা'আত (সুপারিশকারী হওয়ার জন্য) কামনা করব।

আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দেন ঃ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا...

"বল, সমস্ত শাফা'আতের অধিকারী হলেন আল্লাহ ....।"

(সূরা আয-যুমার ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে শাফা'আতের জন্য দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

হে আল্লাহ! তাকে (মুহাম্মাদকে) আমাদের জন্য শাফা'আতকারী করে দাও। (ইবনু মাজাহ্ হাসান-সাহীহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

কিয়ামাতের দিনে আমার শাফা'আতের বিশেষ অধিকারকে আমার উম্মাতের জন্য জমা করে রেখেছি যা সেদিন আমার উম্মাতের মধ্যে তারাই আল্লাহর

ইচ্ছায় প্রাপ্ত হবে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ২২২৩)

প্রশ্ন ঃ ৬. জীবিত ব্যক্তিদের কাছে আমরা কি শাফা'আত বা সুপারিশ কামনা করতে পারি?

উত্তর ঃ ৬. পার্থিব বিষয়ে জীবিতদের কাছে শাফা'আত কামনা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا...

"যে সৎকর্মের জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ জানায় তাতে তার অংশ থাকে আর যে মন্দকার্যের জন্য সুপারিশ জানায় সে তার ভার বহন করবে।" (সূরা আন্-নিসা ঃ ৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا ...

সুপারিশ করো তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

(সহীহ ঃ আবূ দাঊদ, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ১০৭০)

প্রশ্ন ঃ ৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসায় আমরা কি অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করতে পারি?

উত্তর ঃ ৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসায় আমরা অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করবো না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আদেশ করেছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ....

"বল, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ (তবে) আমার প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একজনই ইলাহ।" (সূরা আল-কাহাফ ঃ ১১০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ .

তোমরা আমাকে অতিরঞ্জিত করো না যেমন নাসারা (খৃস্টানগণ) মারইয়াম তনয় 'ঈসা ('আ)-কে অতিরঞ্জিত করেছে (তাকে আল্লাহর পুত্র বলে)। আর আমি তো একজন বান্দা/দাস; তোমরা বলো ঃ আল্লাহরই বান্দা এবং তাঁরই রাসূল। (বুখারী, মিশকাত হাঃ ৪৮৯৭)

প্রশ্ন ঃ ৮. সর্বপ্রথম সৃষ্টি কি?

উত্তর ঃ ৮. সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন মানব জাতির মধ্যে আদম ('আঃ) এবং বস্তুর মধ্যে কলম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ.

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললে, আমি মাটির দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব।" (সূরা সাদ ঃ ৭১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

তোমরা সকলেই আদম-সন্তান, আর আদমকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (হাসান ঃ তিরমিযী, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ৬৩৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ.

আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাঃ ২১৫৫-সহীহ)

এ রকম কথা যা হাদীস থেকে জানা যায় ঃ হে জাবির! সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো তোমার নাবীর নূর। এ হাদীস মনগড়া এবং একেবারে মিথ্যা যা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বা আদর্শের বিপরীত।

ইমাম আস্-সুয়ূতী বলেছেন ঃ এ হাদীসের কোনই সনদ নেই। আল-গামারী বলেছেন ঃ এটা মনগড়া হাদীস। আল-আলবানী বলেছেন ঃ এটা বাতিল হাদীস অর্থাৎ এটা রাসূলের নামে বানাওয়াটি কথা।

জিহাদ, পারস্পরিক সৌহার্দ ও শাসন ব্যবস্থা

প্রশ্ন ঃ ১. আল্লাহর পথে জিহাদের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ১. সম্পদ, জীবন এবং কথার দ্বারা জিহাদ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ....

"তোমরা বের হয়ে পড়ো হালকা (যৌবনাবস্থায়) হও আর ভারি (বৃদ্ধাবস্থায়) হও এবং সংগ্রাম করো তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে।

(সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ৪১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের ধন-সম্পদ, জীবন এবং জিহবা দিয়ে। (আবূ দাঊদ, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ৩৫৭৮ সহীহ)

সামর্থঅনুযায়ী এ জিহাদ হবে ।

প্রশ্ন ঃ ২. আল-ওলায়া (বিলায়েত) কি?

উত্তর ঃ ২. আল-ওলায়া (বিলায়েত) হচ্ছে তাওহীদ বাদী মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা এবং সহযোগিতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"এবং মু'মিন ও মু'মিনাগণ (বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ) পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ৭১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য ইমারত সাদৃশ্য; তারা একে অপরের অবলম্বন হয়ে থাকে। অর্থাৎ একে অপরকে শক্তিশালী করে থাকে।

(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৯৫৫)

প্রশ্ন ঃ ৩. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য করা কি জায়িয?

উত্তর ঃ ৩. না, কাফিরদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা জায়িয নয়।।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ .... وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ....

"যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে একজন।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৫১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ آلَ بَنِى فُلاَنٍ لَيْسُوْا لِى أَوْلِيَاءَ.

অমুক গোত্রের লোকেরা আমার বন্ধু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৪. ওলী কে?

উত্তর ঃ ৪. আল্লাহভীরু মু'মিনই ওলী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

"জেনে রেখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ...

নিশ্চয়ই আমার ওলী হচ্ছেন আল্লাহ ও সৎমু'মিনগণ। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৫. কিসের মাধ্যমে মুসলিমগণ শাসন পরিচালনা করবে?

উত্তর ঃ ৫. তারা হুকুম জারি করবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ .... وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমেই তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৪৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

দু'টি জিনিস তোমাদের মাঝে ছেড়ে গেলাম, তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না– তা হলো ঃ আল্লাহর কিতাব এবং তার নাবীর সুন্নাহ্। (মালিক, মিশকাত হাঃ ১৮৬সহীহ)

কুরআন ও হাদীস অনুসারে 'আমাল

প্রশ্ন ঃ ১. কেন আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ (নাযিল) করেছেন?

উত্তর ঃ ১. আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'আমাল করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ...

"তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ করো।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوْا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ ...

তোমরা কুরআন পড় এবং তার উপর 'আমাল করো আর কুরআন বেঁচে খেয়ো না। (আহ্মাদ, ফাইযুল ক্বাদীর হাঃ ১৩৩৮ সহীহ)

প্রশ্ন ঃ ২. সহীহ হাদীস অনুসারে 'আমাল করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ২. সহীহ্ (নির্ভেজাল/বিশুদ্ধ) হাদীসের উপর 'আমাল করা ওয়াজিব

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

"আর তোমাদেরকে রাসূল (মুহাম্মাদ) যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।"

(সূরা আল-হাশ্‌র ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ فَتَمَسَّكُوْا بِهَا.

আমার সুন্নাহ্ তোমাদের অনুসরণের জন্য রইল এবং হিদা'য়াতপ্রাপ্ত সৎপথে পরিচালিত খালীফাদের সুন্নাহ্, এ সুন্নাহ্ কে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে। (আহ্‌মাদ মিশকাত হাঃ ১৬৫ সহীহ্)

প্রশ্ন ঃ ৩. হাদীস ছাড়া শুধু কুরআনই কি যথেষ্ট নয়?

উত্তর ঃ ৩. না, শুধু কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসেরও প্রয়োজন আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"তোমার প্রতি আমি অবতীর্ণ করেছি আয্-যিক্‌র (আল-কুরআন) মানুষকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেবার জন্যই যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে।" (সূরা আন্-নাহল ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَلاَ إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

জেনে রেখ! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে তার সাথে অনুরূপ বস্তু।

(অনুরূপ বস্তু হলো সুন্নাহ্)। (আবূ দাউদ ও অনেকে-সহীহ মিশকাত হাঃ ১৬৩)

প্রশ্ন ঃ ৪. আমরা কি আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণীর উপর অন্য কারোর কথাকে অগ্রাধিকার দেব?

উত্তর ঃ ৪. না, আল্লাহর বাণী ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র উপর অন্য কারো কোন কথা খাটবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।" (সূরা আল-হুযুরাত ঃ ১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

আল্লাহর অবাধ্যতায় অন্য কারোর অনুসরণ করা চলবে না, তবে অনুসরণ শুধু সৎকাজে। (বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হাঃ ৩৬৬৫)

অন্য হাদীসে এসেছে, স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্ট বস্তুর অনুসরণ করা যাবে না। (সহীহ্ মিশকাত হা ঃ ৩৬৯৬)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তার সমসাময়িক কিছু লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ আমার আশংকা হচ্ছে যে আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হতে পারে। আমি তোমাদেরকে বলছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বলেছেন আর তারা বলে যে, আবূ বাক্র ও 'উমার বলেছেন। (আহ্মাদ ঃ সহীহ্)

প্রশ্ন ঃ ৫. দীনী ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতভেদ হলে কি করব?

উত্তর ঃ ৫. কুরআন ও সাহীহ সুন্নাতের দিকে আমরা ফিরে যাব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

... فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয় তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে সোপর্দ করো যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করো- এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে সঠিক উপায়।" (সূরা আন্-নিসা ঃ ৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস ছেড়ে গেলাম; তা তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবীর সুন্নাহ্। (মালিক,মিশকাত হাঃ ১৮৬ সহীহ্)

প্রশ্ন ঃ ৬. কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে আমরা ভালবাসব?

উত্তর ঃ ৬. তাঁদের অনুসরণ ও হুকুম পালনের মাধ্যমেই তাঁদের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেনঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"বল, যদি আল্লাহকে তোমরা ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপমোচন করবেন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু ।" (সূরা আ-লি ইমরান ঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তান এবং সমস্ত লোক থেকে প্রিয়তর হবো ।

(বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হাঃ ৭)

প্রশ্ন ঃ ৭. 'আমাল ত্যাগ করে আমরা কি (শুধু) তাক্বদীরের উপর নির্ভরশীল হতে পারি?

উত্তর ঃ ৭. না, কখনো আমরা 'আমাল পরিত্যাগ করতে পারি না ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى.

"অতএব যে দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও সুন্দরকে (ইসলাম) সত্য মনে করে তার জন্য সহজ পথকে আমি সহজতর করে দেব ।" (সূরা আল-লাইল ঃ ৫-৬-৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

'আমাল (কর্ম) করো, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে তা-ই তার জন্য সহজসাধ্য । (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে দুর্বল মু'মিন থেকে সবল মু'মিন ভাল ও প্রিয়তর । প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হও যাতে তোমার লাভ হয় এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো । দুর্বল হয়ো না; যদি তোমাকে কিছুতে বিপদগ্রস্ত করে তাহলে (কখনই) বলবে না; যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে এ রকম হতো বরং বলো ঃ আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন; কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয় । (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৫২৯৮)

এ হাদীস থেকে আমরা এভাবে উপকৃত হতে পারি ঃ

যে মু'মিনকে আল্লাহ ভালবাসেন সে মু'মিন দৃঢ়; নিজ 'আমাল দ্বারা সে নিজের কল্যাণে সচেষ্ট থাকে এবং একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে

ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে। এরপর যদি সে কোন অপছন্দনীয় কাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে অনুশোচনা করে না বরং আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

...وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.

"সম্ভবতঃ তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; বস্তুত আল্লাহ সবকিছু জানেন আর তোমরা জান না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৬)

সুন্নাত ও বিদ'আত

প্রশ্ন ঃ ১. ইসলাম ধর্মে বিদ'আত হাসানাহ্ (পুণ্যকামী নব-উদ্ভাবিত 'আমাল) বলে কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ ১. আমাদের ধর্মে বিদ'আতে হাসানাহ্ বলে কিছুই নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً...

"আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম ও তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ.

(ধর্মের বিষয়ে) নব-উদ্ভাবিত 'আমাল থেকে সাবধান, কেননা প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত 'আমালই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম। (নাসায়ী ও অন্যেরা, মিশকাত হাঃ ১৬৫) সহীহ্)

প্রশ্ন ঃ ২. ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিদ'আত (বিদ'আত) কি?

উত্তর ঃ ২. বিদ'আত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মধ্যে এমন দীনী কাজ যাতে শারী'আত সমর্থিত কোনই দলীল নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের বিদ'আতকে অস্বীকার করে বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ...

"এমন কিছু শারীক (দেব-দেবী) তাদের জন্য আছে কি? যারা তাদের জন্য এমন ধর্মের বিধান দিয়েছে যাতে আল্লাহ অনুমতি দেননি।"

(সূরা আশ-শুরা ঃ ২১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه

আমাদের এ ধর্মীয় ব্যাপারে যে ব্যক্তি এমন কিছু নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ঘটাল যা শারীআ'তের মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য।

(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৪০))

ধর্মীয় বিদ'আত/বিদ'আতের প্রকারভেদ

১. **কাফিরে পরিণতকারী বিদ'আত ঃ** মৃত অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে দু'আ এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন বলা হয়ে থাকে; হে অমুক পীর বাবা! আমাকে সাহায্য করো .... ইত্যাদি।

২. **অবৈধ বিদ'আত ঃ** -মৃতদের ওয়াসীলায় আল্লাহর কাছে চাওয়া, কবরে নামায আদায় করা এবং তার উপর সৌধ নির্মাণ ইত্যাদি।

৩. **ঘৃণ্য অপছন্দনীয় বিদ'আত ঃ** জুমু'আর নামাযের পর যুহরের নামায আদায় করা; আযানের পূর্বে বা পরে উচ্চৈঃস্বরে সালাম ও দরূদ পাঠ করা।

পার্থিব ব্যাপারে নব-আবিস্কৃত কোন জিনিস বা বিষয় বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে না। এটা ধর্মের ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. رواه مسلم

তোমাদের দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই বেশি জ্ঞানী। (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ ৩. ইসলামে সুন্নাতে হাসানা বলে কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ ৩. হ্যাঁ, ইসলামে সুন্নাতে হাসানাহ্ (সুন্দর নিয়ম) আছে। আসলে সেটা হচ্ছে সাদাকাহ্।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ مَنْ بَعْدَه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أجُوْرِهِمْ شَئٌ.

ইসলামের সুন্দর নিয়ম যে ব্যক্তি অনুসরণ করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং অতঃপর এর উপর যারা 'আমাল করবে তা থেকেও সে প্রতিদান পাবে। কিন্তু কোনই ঘাটতি হবেনা 'আমালকারীদের সাওয়াব থেকে। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ২২২১)

মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব

প্রশ্ন ঃ ৪. কখন মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে?

উত্তর ঃ ৪. তাদের প্রতিপালকের কিতাব ও তাদের নাবীর সুন্নাহ্ বাস্তবায়নে যখন মুসলিমগণ এগিয়ে আসবে, তাওহীদ প্রচারে সক্রিয় হবে, শির্ক থেকে নিস্কৃতি হবে এবং তাদের শত্রুর মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে-তখনই তারা বিজয় অর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে মু'মিণগণ! আল্লাহকে (আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়নে) তোমরা যদি সাহায্য করো আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তোমাদের অবস্থানকে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا...

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন যেমন তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। অবশ্যই তাদের ভয় ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন; তারা আমারই 'ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শারীক করবে না।" (সূরা আন্-নূর ঃ ৫৫)

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ ...وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"তোমরা সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখবে তাদের মুকাবিলার জন্য।" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৬০)

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

জেনে রাখো ঃ শক্তি নিহিত রয়েছে ক্ষেপণের মধ্যেই। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার হাঃ ৪৭৯৪)

ইসতিখারার দু'আ

ইসতিখারা-এর অর্থ হলো আল্লাহর কাছে ভাল'র জন্য আদেন করা।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ আমাদেরকে সকল বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কেউ দুঃশ্চিন্তিত হলে ফরয নামায ছাড়া দু'রাক'আত নামায আদায় করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.

এ নামায ও দু'আ নিজেকেই পড়তে হবে যেমন রোগীকে নিজেই ঔষধ খেতে হয়। আল্লাহর কাছে এ ধারণা নিয়েই ইসতিখারা করতে হবে যে, এতে কল্যাণ বয়ে আনবে। বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। সাবধান! কোন ভাবেই বিদ'আত বা নাজায়িয কাজে ইসতিখারা করা চলবে না।

মাকবূলা দু'আ

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ঘুম থেকে যে রাতে জাগবে সে বলবে ঃ

(١) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই। তারই সার্বভৌমত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহরই প্রশংসা, আমি আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপায় ও শক্তি নেই। তারপরে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।

তাহলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন অথবা ওযু করে দু'রাক'আত নামায আদা' করবে তাহলে তার নামায কবূল হবে। সহীহ ঃ তিরমিযী হাঃ ৩৪১৪)

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজনকে বলতে শুনলেনঃ

(٢) اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِىْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِىْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ.)

হে আল্লাহ! তোমার কাছেই (সাহায্য) চাইছি আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সে আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনই ইলাহ নেই কেবল তুমিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ যার হাতে মুহাম্মাদের জীবনমরণ তাঁর শপথ ঃ সে আল্লাহর কাছে তাঁর মহান নাম ধরে চেয়েছে যে নামে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি দান করেন ও দু'আ করাহলে তা কবূলকরেন। (সহীহ ঃ তিরমিযী হাঃ ৩৪৭৫)

৩. মাছের পেটে ইউনুস (যীন-নুন) ('আলাইহিস সালাম) যখন ছিলেন তখন তিনি এ দু'আ পড়েছিলেন ঃ

(٣) لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

এ দু'আ কোন মুসলিম করলে আল্লাহ তা কবূল করবেন। (আহমাদ : সহীহ)

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুঃখ বা বিপদগ্রস্ত হলে

বলতেন ঃ (৪) .يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

হে চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর! তোমারই করুণার মাধ্যমে সাহায্য চাইছি।

(তিরমিযী, হাঃ ৩৫২৪ হাসান)

আল্লাহ্ কোথায়?

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আমাদের জন্য ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। আমরা যার আদেশ পালন করি, যার কাছে দু'আ করি, যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, সব সময় যাকে মনে করি সে পরম সত্ত্বার আসল অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবগতি দরকার নয় কি? কুরআন ও হাদীসের দলীল, সঠিক জ্ঞান এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আল্লাহর সঠিক অবস্থান এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করে।

(১) আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেন ঃ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه : ٥)

"পরম করুণাময় (আল্লাহ্) সমাসীন হয়েছেন 'আর্শের উপর "

(সূরা ত্বাহা ঃ ৫)

আকাশের উপরে আল্লাহর 'আর্‌শ বা মহাসনেই তিনি অবস্থিত এবং তিনি সমাসীন তারই উপর ।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحل : ٥٠)

"তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে যিনি তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।"

(সূরা আন্-নাহাল ঃ ৫০)

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা ('আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন ঃ

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (النساء : ١٥٨)

"বরং তাকে ('ঈসাকে) আল্লাহ তা'আলা তাঁরই কাছে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন ।

(৪) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ .... (الأنعام : ٣)

"এবং তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশে ও পৃথিবীতে আছেন।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ৩)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর বলেন ঃ সব তাফসীরকারকগণ একমত যে, জাহিল বা পথভ্রষ্ট ফিরকাদের মত আমরা বলতে পারি না যে, আল্লাহ সবখানে আছেন।

[যদি তা বলা হয় তাহলে অদ্বৈতবাদীদের অনুসরণ করা হবে যারা মনে করে ঃ সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন, তাই যে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা বা উপাসনা স্রষ্টারই উপাসনা। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। কিন্তু তাওহীদবাদীরা মনে করে অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞান, শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তার সৃষ্টের সাথেই রয়েছেন যেমন মূসা ও হারূন ('আলাইহি সালাম)-কে বলেছিলেন ঃ

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (طه : ٤٦)

"ভয় করো না তোমরা, তোমাদের সাথেই আমি আছি এবং তোমাদেরকে দেখছি ও শুনছি" (সূরা ত্বাহা ঃ ৪৬)

এই দেখছি ও শুনছি তার শারিরিক অবস্থান নয় বরং তাঁর বিশেষ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত। বার বার আল্লাহ বলেন যে, তিনি আকাশে আছেন বা অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الحديد : ٤)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সাথেই তিনি আছেন এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা আল-হাদীদ ঃ ৪)

অর্থাৎ তিনি আমাদের সবসময় নিরীক্ষণ করছেন, আমাদের সব কাজ তিনি নিজেই দেখছেন এবং শুনছেন কিন্তু এ দেখা ও শোনার শক্তির স্বরূপ তাঁরই অসীম ক্ষমতা ও পরমসত্ত্বার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর আকার আকৃতি কোন সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। –[অনুবাদক]

(৫) ইসরা ও মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সপ্তাকাশে উঠিয়ে নেয়া হলে তাঁর সাথে তাঁর পালনকর্তা কথা বলেন এবং তার উপর ফরয করেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত/নামায । (বুখারী ও মুসলিম)

وَعُرِجَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَتَّى كَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

(৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না? যিনি আকাশে আছেন আমি তো

তাঁর আস্থাভাজন। (বুখারী ও মুসলিম)

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِرْحَمُوْا مَنْ فِيْ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (সহীহ ঃ তিরমিযী হা:১৯২৪))

(৮) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত ঃ

قَالَ لَهَا : أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ : فِيْ السَّمَاءِ، قَالَ : مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَقَالَ مَرَّةً هِيَ مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? ক্রীতদাসী জবাবে বলল ঃ আকাশে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে জবাব দিল ঃ আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ মুক্ত করে দাও তাকে, কেননা সে বিশ্বাসিনী/মু'মিনা ঃ। (মুসলিম)

(৯) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

وَالعَرْشُ فَوقَ المَاءِ، وَاللهُ فَوقَ عَرْشِه، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه.

'আর্শ হচ্ছে পানির উপর আর 'আর্শের উপর আল্লাহ এবং যা তোমাদের উপর ঘটছে তা তিনি সবই জানেন। (আবূ দাঊদ ঃ হাসান)

(১০) আবূ বাক্র (রাঃ) বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ.

আল্লাহর 'ইবাদাত যে করে সে (জানুক) আল্লাহ আকাশে চিরঞ্জীব,তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। (আদ্-দারিমী ঃ সহীহ)

وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ ابنِ المُبَارَكْ رَحِمه الله : كَيْفَ نَعرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ إِنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ عَلَى العَرْشِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِه.

(১১) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আমাদের রাব/প্রতিপালকের অবস্থান কিভাবে জানতে পারব? তিনি বললেন ঃ আকাশের উর্ধ্বে 'আর্শের উপর তিনি সমাসীন, তিনি তার সৃষ্ট বস্তুর থেকে পৃথক।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশের উর্ধ্বে তার মহান 'আর্শে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সবকিছু সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সে অসীম সত্তার পৃথিবীর মধুময় ধূলিতে নেমে আসেন না বরং অবতরণ করেন পৃথিবীর আকাশ পর্যন্ত। তবে আমাদের সাথে আছেন তিনি তার 'ইল্মের মাধ্যমে তাঁর জাত বা সত্ত্বায় নয়।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ...وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ...

"তাদেরকে আমি আদেশ করবই আর আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই তারা।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৯)

আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃত বা পরিবর্তন করা হয় দাড়ি ছাটলে শয়তানের অনুসরণ হলো সেটা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

তোমরা মোঁচ/গোঁফ ছাঁট এবং দাড়ি বাড়াও। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৪২১)

অর্থাৎ ঠোটের উপর গোঁফ বা মোঁচ কর্তন করো এবং দাড়ি বাড়াও কাফিরদের বিপরীতে ।

পুরুষরদেরকে নারীদের চেহারার মতো দেখা যায় দাড়ি চাছলে ফলে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

মানুষের সহজাত– দশটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মোঁচ/গোঁফ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ান, দাঁতন (মিসওয়াক) ব্যবহার, (পানি দিয়ে) নাক ঝাড়া বা পরিষ্কার করা, নখ কাটা, পানি দিয়ে আঙ্গুলের মধ্যে পরিষ্কার করা, নিম্নাঙ্গের চুল পরিষ্কার করা, পানি দিয়ে পায়খানার পর ধোয়া। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৩৭৯)

আল্লাহর সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে দাড়ি বাড়ান বা লম্বা করা। সে নিয়মের বিরোধিতা করা হয় দাড়ি ছাটলে তাই তা হারাম।

যে পুরুষেরা নারীদের (চেহারা) নকল করে আল্লাহর লানাত বা অভিসম্পাত তাদের উপর। (বুখারী, মিশকাত (হাঃ ৪৪৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

অবশ্যই আমাকে আদেশ করেছেন আমার মহান ও সম্মানিত প্রতিপালক যে আমি দাড়ি বাড়তে দেই এবং মোঁচ/গোঁফ ছোট করি। (ইবনু জারীর-হাসান)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ হচ্ছে দাড়ি বাড়ানো তাই তা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে ইসলামী আকীদা বইখানা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই দরবারে শুকর আদায় করছি। –আলহামদুলিল্লাহু।